By Taslima Tamanna, Sub Editor, The Protidiner Sangbad

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্তরায় বাল্য বিয়ে

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার সদরদী গ্রামের মেয়ে রুবিনা। তার বিয়ে হয় ১৩ বছর বয়সে। পাত্র ছিলেন তারচেয়ে বয়সে ১৫ বছরের বড়। বিয়ের এক বছরের মাথায় রুবিনা এক ছেলে সন্তানের জন্ম দেয়। দুই বছর পর তার আরো একটি ছেলে হয়। আর বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই রুবিনার স্বামী মারা যান দুরারোগ্য এক অসুখে। ১৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে ছোট দুই সন্তান নিয়ে রুবিনা আবারো আশ্রয় নেয় বাবার বাড়িতে।

রুবিনার বয়স এখন ৩০ বছর। কিন্তু এর মধ্যে তার শরীরে বাসা বেঁধেছে নানা অসুখ। নিজে অসুস্থ হওয়ায় সন্তানদেরও সে যত্ন নিতে পারেনি। জরায়ুতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় সেটা অপারেশন করে ফেলে দিতে হয়েছে। অপুষ্টির কারণে চোখের দৃষ্টিও এরই মধ্যে তার ঝাপসা। মেয়ের বাল্য বিয়ে প্রসঙ্গে রুবিনার মা আম্বিয়া খাতুন (৬০) জানান, গ্রামে উঠতি বয়সী মেয়ে ঘরে রাখা নিরাপদ ছিল না। মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবেই অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছি। তার নিজেরও ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে জানান আম্বিয়া খাতুন। মেয়ের এই দুর্দশায় এতটুকু স্বস্তি পান না এখন আম্বিয়া খাতুন। শুধুই চোখের পানি ফেলেন।

রুবিনার বিয়ে হয়েছিল ১৭ বছর আগে। গত এক যুগে বাল্য বিয়ের মাত্রা কমে এলেও এ সংখ্যা কম নয়। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, একজন মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ হলে বিয়ের যোগ্যতা অর্জন করে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হলে অভিভাবক এবং কমিউনিটির মধ্যস্থতায় তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে। পাশাপাশি একজন ছেলেরও বিয়ের জন্য ২১ বছর পূর্ণ হতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনাইটেড ন্যাশসনস চিল্ড্রেনস ফান্ড ইউনিসেফ স্টেট অফ ওয়ার্ল্ডস চিল্ড্রেন ২০১৬ এর জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫২ শতাংশ মেয়ে বাল্য বিয়ের শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে আবার ১৮ শতাংশের বিয়ে হচ্ছে ১৫ বছর হওয়ার আগেই। ইউনিসেফের জরিপে আরো জানা যায়, সামাজিক ও ধর্মীয় চাপ,

দারিদ্রতা , সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা , যৌন নিরাপত্তাজনিত কারণে বাল্য বিয়ে হচ্ছে। জরিপে বলা হয়, বাল্য বিয়ের জন্য যৌতুকও আরেকটি কারণ। মেয়ের বয়স যত বেড়ে যাবে তার জন্য তত বেশি যৌতুক দিতে হবে। ইউনিসেফের জরিপ আরো বলছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও বাংলাদেশের অনেক এলাকায় বাল্য বিয়ে হচ্ছে। বন্যা, খরা কিংবা নদী ভাঙ্গনের কারণে অনেক পরিবারেই নিরাপত্তার সমস্যা কাজ করে। সেই সঙ্গে দারিদ্রতা বেড়ে যায়। তখন মেয়েদের স্কুলে পড়ানো বাদ দিয়ে অভিভাবকরা বিয়ে দিয়ে দেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাল্য বিয়ে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ পূরণের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তারা বলছেন, এই উন্নয়নের মধ্যে ৫ নম্বর যে লক্ষ্যমাত্রা আছে সেখানে বলা আছে - নারী ,পুরুষের সমতার কথা। কিন্তু বাল্য বিয়ে বন্ধ না হলে সেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তারা আরো বলছেন, বাল্য বিয়ে বন্ধ না হলে লক্ষ্যমাত্রা ১.দারিদ্র বিমোচন, লক্ষ্যমাত্রা ৩. সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, এমনকী লক্ষ্যমাত্রা ৪. মানস্ম্মত শিক্ষা অর্থাৎ সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি সম্ভব হবে না।

বাল্য বিয়ের কুফল প্রসঙ্গে গাজীপুরের ৫০ শয্যাবিশিষ্ট টঙ্গী হাসপাতালের গাইনি বিভাগের সিনিয়র কনসালট্যান্ট বলেন, একজন মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হলে প্রথমত সে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ বিয়ে পরবর্তী শারীরিক সম্পর্ক অনেক অল্পবয়সী মেয়ে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তারপর সে যদি গর্ভবর্তী হয়, তাহলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তিনি আরো বলেন, যেহেতু মেয়েটির নিজেরই শারীরিক গঠন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না, ১৮ বছর বয়সে গর্ভাবস্থায় সে রক্তশূন্যতায় ভোগে। মায়ের চাহিদা আর গর্ভস্থ শিশুর চাহিদা অনুযায়ী খাবার খাওয়ায়ও সে সচেতন না।

তিনি বলেন, বাল্যবিয়ে বেশি ঘটছে গ্রামাঞ্চলে। মেয়ের অবিভাবকও অল্পবয়সী গর্ভবতী মায়ের আলাদা যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝে না। এতে শিশুর বৃদ্ধিও ঠিক মতো হয় না। যা পরবর্তী জীবনকেও প্রভাবিত করে। অনেক সময় অল্প বয়সে মা হলে মেয়েদের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। এতে জরায়ুতে ইনফেকশনও তৈরি হয়। শারিরীক অসুস্থতা দাম্পত্য সংকটও ডেকে আনে।

বাল্য বিয়ে দূর করা না গেলে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন বাংলাদেশের জন্য সম্ভব নয় বলে জানালেন মানবাধিকার সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। তিনি বলেন, ১৮ বছরের আগে যখন একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তখন সে লেখাপড়া শেষ করতে পারছে না। নিজের পায়ে দাড়ানোর দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। স্বাবলম্বী হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের অংশীদার হয়ে সে দেশের কাজে লাগতে পারছে না। এখানেই প্রথম একটা অসমতা তৈরি হচ্ছে সামাজিক ভাবে। যা জাতিসংঘের লক্ষ্যমাত্রা ৫-এ উল্লেখ করা আছে।
তিনি আরো বলেন, বিয়ের জন্য শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার যে বিষয় থাকে অল্প বয়সে বিয়ে হলে সেটা মেয়েটার মধ্যে তৈরি হয় না। যা তার বিয়ে পরবর্তী জীবনকেও ব্যাহত করে। আর অল্প বয়সেই যদি কোন মেয়ে মা হয়ে যায় তাহলে সে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। গর্ভের শিশুটিও অনেকসময় অপূর্ণাঙ্গ হয়। আর ঘন ঘন সন্তান হলে মায়ের স্বাস্থ্য আরো ভেঙ্গে যায়। একসময় সে নানা রোগের শিকার হয়। যার কারণে স্বামী তাকে ছেড়েও চলে যায়। তখন মেয়েটিকে আবারও আশ্রয় নিতে হয় বাবার বাড়িতে।

Note: A very good feature story narrating the early marriage problem in Bangladesh. The language is also good, though in Bengali. Mahfuzur Rahman